পার্কবেঞ্চের কবিতা

সৌম্য সালেক

উ ৎ স র্গ

আমার মা রৌশন আরা বেগম
এবং খালা ফাতেমা বেগমকে

মাতৃদ্বয়ের একজন পৃথিবীতে আগমনের মাধ্যম, অন্যজন
শিক্ষাগ্রহণে দিয়েছেন অনুপ্রেরণা ও উপকরণ;
মানবজনমে যাঁদের ঋণ শোধ করতে পারব না।

পাঠক্রম

ভিন্ন কোনো সন্ধানে ৯
অগ্নিজা ১০
প্রেমে পড়ে ১১
সোনালী দুঃখ ১২
কারুবাসনা ১৩
বুনো স্বপ্নের গ্রাফিতি ১৪
টিকাটুলির মোড়ে ১৫
নিখর্ব রাত্রির গাথা ১৬
মাতৃহারার জন্য ১৮
পথ হারাতে ১৯
বন-সুন্দরের পালা ২০
ঢাকায় আটকা পড়ে ২১
সৌধ ২২
নীল গ্রন্থনা ২৩
কিছু ঘর বালিয়াড়ি ২৩
বিজয় এসেছে বলে ২৪
মাটির শিথানে ২৫
মারির মুহূর্তে ২৬
পার্কবেঞ্চের কবিতা ২৭
একটি সবুজ মুখ ২৮
২৯ কাক ও কেরানি
৩০ এই শীতে
৩১ হাড়ের পেখম
৩২ একটি বিষম গান
৩৩ শূন্য বীক্ষণ
৩৪ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়
৩৫ কবি নজরুল
৩৬ অভিজ্ঞান
৩৭ মাতামহীর জন্য গাথা
৩৮ আজ সারাদিন
৩৯ কান্না ও মৃত্যু শেষে
৪০ জুয়ার টেবিলে
৪১ রক্তিম সূচনা
৪২ বুনো মোষের সংবেদ
৪৩ হৃদয় লেখা
৪৪ আলোর অভিমুখে যাত্রা
৪৫ এই শরতে
৪৬ সীমাহীন দেশের গান
৪৭ স্ত্রী বিষয়ক টীকা
৪৮ আমি জানি আমার কবিতা

ভিন্ন কোনো সন্ধানে

দৃশ্যত নতুন কিছু নয়—একতাল মাংস, মদিরার হিম জার, ছেঁড়া পাপড়ির সাজ, সবুজ সর্পিল কোনো বন, পাহাড়ের ডালে কিছু বঙ্কিম গৃহায়ন—সাগরের প্রাচীন সংরাগ! লাখ লাখ বছরে আর কোনো পরামুখ আর কোনো পত্র-কোরক সৃজিত হলো না মানুষের! মানুষ ঘুমাল-জাগল, সংগমে রত হলো, জন্ম নিল এবং পৃথিবীর ব্যূহ-জটা ভেঙে জড়ো হলো পুরনো ঘূর্ণিতে!

মাঝে মৃত্যু-ম্যারাথন গেল, গেল দশ রাজার দ্বৈরথ, ফি ও ফোরাতের কূল ভেসে সহস্র কান্নার যুদ্ধে—প্লেগে-মারিতে ক্ষয় হলো মানুষের তবু সে-মানুষ অবকাশে আজও বসে আছে পুষ্পহার, ছিন্ন লেগুনের পাশে—কাছে তার রমণীয় রাস। তার ভালোবাসা, রুচি ও নেশার চালে ঘটল না একটু বদল, একটু এলো না বাঁক এতকালে—এত এত ছেদে-বিচ্ছেদে সংকটে যুগের বিকাশে তার বদলেনি সাধের প্রকার!

তাই মৃদু-সংকোচে সন্ধান করি অভিরূপ; অধিলোক আছে নাকি কোনো নাগরিক পৃথিবীতে
সাধের নতুন সরা
নেশার নরম ঋতু—
মধুমাসে শারদে ললিতে...

টিকাটুলি
১০ নভেম্বর ২০২১

অগ্নিজা

ঝলমলে আলোসকালে দুই বন্ধু যখন নিহারণকে দেখতে এলো তখন সে ছিল মরফিনের তীব্র আবেশে অচেতন; যে দশায় মস্তিষ্ক স্মৃতিচর্বণে সক্ষম হবার কথা নয়; কিন্তু ওর ঠোঁটদুটো নড়ছিল। জীবনের এই অপচয়ে-অবহারে বন্ধুত্বের করুণায় অভ্যাগতদের একজন উৎকট ভাপের আবরণ পেরিয়ে ওর ঠোঁটের কাছে কান ঠেকাল এবং জড়ানো স্বরে বারবার একই ধ্বনি নিঃসরণে তার চোখে জল ভরে উঠল।

অগ্নিজা এক কামনা-ফুলের নাম। লক্ষ লক্ষ কোরকের নীল-নেশা সে ছড়িয়েছে চারদিক। সেই আঘ্রাণে অবসাদে ডুবেছিল নিহারণ, যার ছিল দেখার বয়স; তাকে আজ দেখেছে বন্ধুরা—তীব্র তমসার কোলে সে গান করে অস্ফুট : অগ্নিজা, অগ্নিজা...

প্রেমে পড়ে

বারবার প্রেমে পড়ে হয়েছি অস্থির
দুরুদুরু বুকের কাঁপন হালকা ওড়নার মতো ভেসেছে হাওয়ায়
এই ক্ষ্যাপ আর কত দোলাবে চরম—
নেই বর্ষা, নেই শীত, নেই কোনো সুখের মৌসুম
প্রাণজুড়ে হাহাকার—অনিবার অকাল-শ্রাবণ...

কখনো পাহাড়ে তুমি—পায়ে পায়ে চড়েছি শিখরে
কখনো নদীর বুকে তোমার পালের নাও ভেসেছে উদোম
কখনো বাঁকের নেশা, কখনো চূড়ার সুখ জাগায় বেদন
এই রাগ আর কত বইবে জীবন
দিন নেই, রাত নেই, নেই ক্ষণ—শান্ত পরম
অবিরাম অভিঘাত—অনাহত সুরের মন্থন...

কখনো কুয়াশা চোখে কখনো আলোক
কখনো উদাস মন কখনো হুতাশ
কখনো হৃদয় থাকে শান্ত-কোমল
কখনো বজ্রঝড়—কামনা উত্তাল
এই জ্বালা আর কত সইব নীরবে
নেই লোক, নেই সঙ্গ, নেই প্রাণ—প্রাণের মতন
তাই একা গানে গানে ফেরি করি প্রেমের কাহন।

সোনালী দুঃখ

(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের—'সোনালী দুঃখ' পাঠ শেষে)

আপনার ত্রিস্তান আমাকে পাগল করেছে কবি
পাখির মতো সুর ও সংকেত, সিংহ-সাহস, দুঃখযাপন
সোনালীর প্রেমে অসহ আকাঙ্ক্ষার সে বিষণ্নমুখ আমার ঘুম কেড়েছে

ড্রাগন হত্যা শেষে ঝোপে-জঙ্গলে কখনো সে রক্তমুখ
কখনো সে নিয়ে গেছে ভোলা ওয়েলস্ সীমান্তের বনে বনে পুতুল
বিক্রেতার কাছে
কখনোবা কুষ্ঠরোগীর কবলে

তারপর লুকনো ঝরনাজলে নেমে আসে পরি
ধীরপায়ে, ঘুমঘুম অতলান্ত-চোখে
ত্রিস্তান, মাতাল ঈক্ষণে খুন হতে লাগো—
উর্বশীর সহিষ্ণু কোষে কোষে...

গ্রামের পুথির মতো কবির বয়ান—টানটান এগিয়ে চলে
চাঁদের উৎসাহে জাগে রাতের জোয়ার—
তখনও জীবন থেকে তখনও সময় থেকে ছেঁকে-ছেনে
তখনও প্রেম থেকে একপ্রস্থ শিস দেয় পাখি :
সোনালী সোনালী চলো
রাত যে ফুরিয়ে এলো, পালব কখন চলো...

কবি নজরুল হল, কুমিল্লা
সেপ্টেম্বর ২০১১

কারুবাসনা

কিছুদিন, কিছুকাল
রাঙা সকালের স্নেহে কিছুক্ষণ
একবার, দুইবার—
কাছে আসতেই, ভালোবাসতেই
ছোঁয়া জাগতেই অধরে-নধরে
জীবনের দম এলো ফুরিয়ে

তারপর দীর্ঘদহনে পুড়ে
জলে-বর্ষণে কদাকার হলো দেহ
ঘোলাটে চোখের নিচে দেখা দিল সময়ের ছাই
পলকা পৃষ্ঠার মতো উড়ে গেল বাসনারা

ভুলে
জীবনের জয়-জাল—
কাজলের কারুলেখা, যেসব চোখের কোণে এঁকেছিল ফাগুনের
পারিজাত—
ওরা কই, কোন অতলের অধিবাসী ওরা আজ
কেন গুটিয়েছে সুখের শরীর!
মধু মোহ-তীরে
প্রিয় পুরুষের কামে
যে ছিল দিশেহারা
অঘোর ঘুমের যামে
তার সব ব্যথা হলো লীন!

এখন
দুই তীরে জীবনের ক্ষয় ও ক্ষরণ
মাঝে বয় নদী নীল...

বুনো স্বপ্নের গ্রাফিতি

গত রাতের স্খলনের শ্রান্তি এখনও চোখেমুখে। বিরক্তিকর শব্দে কলিংবেল বেজে চলেছে। কোমরে কাপড় জড়াবার ইচ্ছেটুকুও নেই এ মুহূর্তে। ঘুম জড়ানো চোখে লুকিং গ্লাস দিয়ে বাইরে তাকাতেই চোখের শ্রান্তি উবে গেল। দরজার ওপাশে সংক্ষুব্ধ কামিনিরা রাগে গোঁ গোঁ করছে। ওদের অভিসন্ধি বুঝার সামান্য সময়টুকু অপচয় না করেই সীমাহীন সন্ত্রাসের শঙ্কায় দ্রুতবেগে জরুরি নির্গমন পথের দিকে সে পা বাড়াল।

প্রতিটি ঘৃণা থেকে জন্ম নেয় একেকটি বারুদের ছেলা, প্রতিপর বঞ্চনার ঘাতে সে জ্বলবেই!
সারাদিন অচেনা পথে পথে ঘুরে দিনশেষে ফিরে সে পুরনো সজ্জায়;
চোখজুড়ে ঘুম এলো এবং স্বপ্নে সেই গোলাপি সন্ত্রাস!

কয়েকজন হাসতে হাসতে দেহের বিভিন্ন স্থান খুঁচিয়ে চলছে, হাসি-হল্লার মাঝখানে নীলিমের চিৎকার সে নিজেও শুনছে না! বাকিরা সস্নেহে উষ্ণ রক্ত ঢেলে মিহিসুর—গানে গানে দেহের ভাঁজগুলো ধুয়ে নিচ্ছে; তাদের ঘাড়, স্তন ও বক্ষসন্ধি ছিল উৎক্ষিপ্ত যৌনজারকে অপরিচ্ছন্ন!

এখন খুনসুখী কামিনিরা মেতেছে জখমে—
এ কি ঘুম, না জাগরণ সন্ত্রস্ত চোখদুটো কিছুই ঠাওর করতে পারছে না!

রমনা পার্ক
২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১

টিকাটুলির মোড়ে

‘এই সময়ের বুকে ক্ষত জমে আছে, শহরের বুকে ক্ষত জমে আছে, কিছু দেখি কিছু দেখতে পাই না’
মৌসুমী ভৌমিক

প্রতিদিন ধাবমান সন্ধ্যায় মানুষের ভিড়ে ফাঁকে ফাঁকে ওরা ফেলে যায়
কোমরের তালহীন দোল,
লাল ঠোঁট—হাসি হাসি আহ্বান, কারও লাগে বুকে, কারও-বা জ্বলে চোখ—
ফুলের গন্ধসুখে এগিয়ে আসে কেউ কেউ—অদূরে ফুলের দোকান!

দোকানের সব ফুল নিষ্ফলা, তবু প্রেমের অর্ঘ্যরূপে ফুলগুলো বিকোবে এখনই—
ফুল জানে বাসর সাজাতে
নিবেদনে অন্দরে-বাহিরে ঘরে ঘরে ফুল আজ ছড়াবে মৌতাত!
ফুলের মূল্য আছে, উচ্চ-আসন আছে, ফুল দেখে নেমে আসে ঊর্ধ্বমুখী
চোখজোড়া
বাহারি রঙের ফাঁকে হেসে হেসে যেসব রমণী করে বেদনার গ্রন্থনা
ফুলের দোকানে ওরা বিকোবে না কোনোদিন
আলো করে বসবে না বুকের দক্ষিণে কারও!

উন্মাদ যুবকেরা এসব কখনো দেখে না
ধাবনের ভার ছুটে গেলে—খাপ ছেড়ে অবসন্ন প্রাণব্যেপে দেয় ওরা মৃতঘুম!

যাদের কর্ম আছে, জ্ঞানদীপ বয় যারা দিনরাত
তাদের ভাবনায় থেকে যাবে নগরের পথ ও প্রাচীর!
পথপাশে কে কখন খুন হলো কামে-ঘামে
দিঘল জোসনা ক্ষয়ে পতিত রমার ঠোঁটে ঝরবে বেদনা—
সেই ব্যথা কারও ভাষে পাবে না অক্ষর!
প্রেমের উষ্ণ ছোঁয়া জাগাবে না হৃদয় কখনো
ওদের সাথি শুধু ঘাস—জোনাকির অশ্রু-নিশুতি!

সবল পুরুষের নিচে চাপা পড়ে কোনো এক করাল-নিশিতে ব্যথিত কপোল
যাবে দেবে
সকালের সোহাগি আলোক এসে কোনোদিন বসবে না মলিন চিবুকে
একটি ঘরের-কোন সদর-আঙিনা স্বপ্ন থেকে যাবে আমরণ!

বন্ধ্যাভূমির মতো সারি সারি অসুখী লোকেরা মেড়ে যাবে এই পথ—
একটি দামাল চাষি এ কাদায় লাগাবে না ফলের লাঙল!

টিকাটুলি, ঢাকা ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১

নিখর্ব রাত্রির গাথা

এক.
আমার সমস্ত নিদ্রা উবে গেছে
মধ্যসাগরের নাদে আর সাহারার রুক্ষ-বিবরণে
নিখর্ব রাত্রিজুড়ে বেজে চলা অফুরান এক গীতঝড়ে
সেই ঝড়—উম্মে কুলসুম!

বিগত রাত্তিরে ছিল শাহরিয়ার-শাহরাজাদ
দামেস্কের গুলবাগ থেকে বাগদাদের পাঠশালা
সমরখন্দের সরব অলিগলি আর পারস্য-গালিচার নিবিড় গ্রন্থনার
অতুল-কাহনে ভরা—
ভোলা-বালকের মতো নিশ্চুপ রহস্য-শ্রবণে কেটেছে সহস্র রাত।
তন্দ্রার অনিবার আহ্বান ছেড়ে উৎকর্ণ শুনেছি সেখানে
চাঁদনি চক ও আবু হাসানের মধুর কাহিনি
প্রথম বৃদ্ধ থেকে সওদাগর এসেছে সাদরে—গৃহস্থ ও গিরিবাজ
তিন ফকিরের কাহিনি ও তিনটি আপেল-ভেদ
তামার শহর ছেড়ে শুনেছি সেখানে পিঙ্গলমুখ যুবকের গাথা আর
সিদি নুমানের আবাল্য-কথন
হালিমা সুন্দরী ও সুরাসক্তদের উদ্দাম মেহফিল থেকে
পশ্চিম জানালার দিকে ধেয়ে রাতভর ফুলওয়ালীর গানে গানে ভেসে—
বেদনায় অশ্রুজলে নেয়ে অবশেষে মধুর মিলনে জ্বলে সমাগত স্বপ্নের পারা
আমার তন্দ্রায় সব মেতেছে উজাড় সহস্র-রাত্তিরে...

দুই.
তারপর আমার অঘুমজুড়ে ঈশান-অগ্নি ফুঁড়ে হানা দিল—
মরুময় রোদনের অপরূপ এক অধিভাষা!
অধিঅঙ্গ-রোলে সেই ধ্বনি দিকে দিকে ছড়াল বিদ্যুৎ—
তারই বোলে অর্বাচীন কবি এক—
গহিন স্তব্ধতায় বসে শোনে তার গত বেদনার গান
দিন যায় রাত্রি আসে
তারা ফোটে, সূর্য জ্বলে অসীমের মোহনায়
কালের শরণে ছোটে মুহূর্ত প্রতিপর